Cosmo School

নবম ও দশম শ্রেণি

বাংলা ১ম পত্র

অভাগীর স্বর্গ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরোচিত 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে সামন্তবাদের নির্মম রূপ ও নীচু শ্রেণীর হতদরিদ্র মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণার ছবি ফুটে উঠেছে। কাঙালীর মা নীচু জাতের মেয়ে বলে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীর শব কাছ থেকে দেখার সাহস পেল না। কাঙালীর মা দুলের মেয়ে। তৎকালীন হিন্দু সমাজের বর্ণ বিভাজন অনুযায়ী সে নীচু জাতের মানুষ। অন্যদিকে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী ব্রাহ্মণ বংশের। তাই নীচু জাতের হওয়ার কারণে উঁচু জাত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীর শব অভাগীর মা কাছ থেকে দেখার সাহস পেল না।

অভাগীর মৃত্যুর পর পুত্র কাঙালী মায়ের সৎকারের প্রয়োজনীয় কাঠের জন্য সমাজের উঁচু শ্রেণীর লোকের নিকট যায়। কিন্তু তারা কাঠতো দেয়ইনি, উপরন্তু কাঙালীকে ভর্ৎসনা, তিরস্কার, অবজ্ঞা, অবহেলা, গলা ধাক্কা প্রভৃতি তাকে সহ্য করতে হয়েছে। সমাজে সর্বদাই উঁচু শ্রেণীর মানুষ কর্তৃক নীচু শ্রেণীর মানুষেরা শোষণ-বঞ্চনার শিকার হয়।

গল্পটিতে তৎকালীন হিন্দু সমাজের সংস্কারের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। তৎকালীন হিন্দু সমাজে বিশ্বাস করা হতো যে পিতা-মাতা যদি মৃত্যুর পর ছেলের হাতে আগুন পায়, তবে তারা স্বর্গে যাবে। এ বিশ্বাস 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের অভাগীর মধ্যে ছিল। কাঙালীর হাতের আগুন প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে সে স্বর্গ যাবে, এটাই ছিল তার বিশ্বাস।

প্রশ্ন: 'তোর হাতের আগুন যদি পাই, আমিও সগ্যে যাব'-উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
প্রশ্ন: কাঙালীর মা ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীর শব কাছ থেকে দেখার সাহস পেল না কেন?

কাঙালীর চরিত্রটি নির্যাতিত ও নিপীড়িত। পিতা বেঁচে থাকলেও অন্যত্র বিবাহ করে চলে গেছে। একমাত্র মা তাকে ছোটবেলা থেকে খুবই কষ্টে মানুষ করছে। সবেমাত্র সে কর্মজগতে প্রবেশ করেছে। কাঙালীর মা ভাবত কাঙালী বড় হয়ে তার দুঃখ ঘোচাবে। তার সেই আশা পূরণ হলো না। অভাগী অসুস্থ হয়ে মারা গেল। এর সঙ্গে সঙ্গে কাঙালীর জীবনে চরম দুর্দশা নেমে এলো। মায়ের সৎকারের জন্য সমাজের কেউই একটু সাহায্য করল না। সবাই তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল। শারীরিক নির্যাতন করতেও জমিদারের কর্মচারীদের চিত্তে দাগ পর্যন্ত পড়ল না। কাঠের অভাবে মায়ের সৎকার করতে পারল না।

গল্পে কাঙালী সামন্ত প্রভুদের প্রকৃত রূপটি অবলোকন করেছে। তাদের জমিতে তার মায়ের হাতে লাগানো গাছটি হয়ে গেছে জমিদারের। এভাবেই সামন্ত প্রভুরা দরিদ্র অসহায়দের শোষণ করে নিজেরা সম্পদের মালিক হয়। মায়ের সৎকারের জন্য কাঙালী জমিদারের গোমস্তার কাছে তাদের বেলগাছটি কাটার অনুমতি প্রার্থনা করতে যায়। গোমস্ত জানায় পাঁচ টাকার বিনিময়ে সে গাছ নিতে পারবে।

গল্পে সামন্তবাদের নির্মম সর্বগ্রাসী রূপ ফুটে উঠেছে। এর পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই তৎকালীন নারীদের বিভিন্ন সংস্কার। নীচু শ্রেণীর দরিদ্র মানুষের দুঃখ-দুর্দশাও এ গল্পে ফুটে উঠেছে। মায়ের প্রতি সন্তানের ভালোবাসার পরিচয়ও আমরা এ গল্পে পাই। মাকে ভালোবেসে মায়ের শেষ ইচ্ছে পূরণ করতে গিয়ে অসহায় কাঙালী প্রত্যক্ষ করেছে সামন্ত প্রভুদের নির্মমতা।

প্রশ্ন: জমিদারি ব্যবস্থায় নিম্নবর্ণের মানুষের অধিকারহীনতা ব্যাখ্যা কর।
প্রশ্ন: 'কাঙালীর মার জীবনের ইতিহাস ছোট।'– বিষয়টি বুঝিয়ে লিখ।